সংবাদ

তারিখ 24 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

সাঙ্গু কলেজ চালুর উদ্যোগ নেই

রুমা, থানচি রোয়াংছড়ির শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত

প্রতিনিধি, বান্দরবান

পার্বত্য জেলা বান্দরবানের দুর্গম রুমা উপজেলার একমাত্র সাঙ্গু কলেজটি প্রতিষ্ঠার ৩ বছর পর থেকে অর্থের অভাবে দীর্ঘ ৬ বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, তিন উপজেলা রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়ির ছাত্রছাত্রীদের (বিশেষ করে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের) উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি জন্য রুমার সাঙ্গু কলেজটি নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করে আদিবাসী বম সম্প্রদায়ের নেতা জুয়েল বম। কিন্তু কলেজটি চালুর ৩ বছরের মধ্যে অর্থ ও শিক্ষক সঙ্কট বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এলাকার হাজারো ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বান্দরবানের দুর্গম এই তিন উপজেলার মানুষ চরমদরিদ্র। তাদের আয়ের প্রধান উৎস পাহাড়ে জুম চাষ। এ জুম চাষের মাধ্যমে তারা জীবন জিবীকা নির্বাচ করে থাকে। এ হতদরিদ্র মানুষগুলোর পক্ষে তাদের ছেলেমেয়েদেরই শহরে নিয়ে পড়ালেখা করার মতো অর্থবিত্ত নেই। ফলে এসব ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৩০ বছর পর এ তিন উপজেলার মানুষগুলো এলাকায় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা নিজ উদ্যোগে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

উপজেলার জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য অংথোয়াইচিং জানান, ২০০০ সালে আদিবাসী নেতা জুয়েল বম এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির আর্থিক সহযোগিতায় কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথম পর্যায়ে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী কলেজটিতে ভর্তি হয়েছিল। ২০০৩ সালে আর্থিক ও শিক্ষক সঙ্কটের কারণে কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে রুমা সদরে অবস্থিত কলেজের ভবন দুটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। একই বিষয়ে ইউপি মেম্বার শৈপ্রু মারমা জানান, কলেজ বন্ধ হওয়ার পেছনে মূল সঙ্কট অর্থের অভাব। অর্থ সঙ্কটের কারণে বাইরে থেকে শিক্ষক আনতে না পারায় কলেজটি বন্ধ হয়ে আছে। তিনি কলেজ চালুর বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

সরজমিন পরিদর্শনকালে কথা হয় কলেজের সাবেক ছাত্র শৈবাচিং মারমার সঙ্গে। তিনি জানান, কলেজটি চালুর পর তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আশায় ভর্তি হয়েছিলেন। কলেজ বন্ধ হওয়ার পর আর্থিক সঙ্কটের কারণে জেলা সদরে গিয়ে তার পক্ষে আর পড়ালেখা করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও জানান, তার মতো অনেক ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কলেজ বন্ধ থাকায় পড়াশোনা করতে পারছে না। সরজমিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, কলেজের ভবন দুটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ভবনের চারপাশে কাড়-জঙ্গল উঠে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, বোঝাই যায় না ভবন দুটিতে এক সময় ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করত। ভেঙে গেছে কলেজের সব আসবাবপত্র। কলেজের দুটি ভবনই এখন গবাদিপশুর আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া চুরি হয়ে গেছে কলেজের অধিকাংশ আসবাবপত্র। এ বিষয়ে রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু নঈম বলেন, আর্থিক সঙ্কটের কারণে কলেজটি বন্ধ আছে। তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, কলেজে ছাত্রছাত্রী সঙ্কটও রয়েছে। তবে কলেজটি চালুর বিষয়ে তারা ইতোমধ্যে কয়েক দফা বৈঠক করেছেন বলে জানান।